দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 NOV 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

142

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠায় সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করুন

—শেখ হাসিনা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, একদিকে শাসকগোষ্ঠী সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দমন করার জন্য তথাকথিত সন্ত্রাস দমন আইন জারি করেছে, অপরদিকে বিএনপি'র অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের শিক্ষাঙ্গনে লেলিয়ে দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শিক্ষা জীবনকে ধ্বংস করে চলেছে।

তিনি সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা গতকাল এক বিবৃতিতে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী শ্বেতসন্ত্রাসের তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে বলেন, সরকার বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য সরকারী উদ্যোগে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস পরিচালিত হচ্ছে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, গত দু'দিনে বিএনপি'র অঙ্গ সংগঠন ছাত্র দলের সন্ত্রাসী বাহিনী কাজীপুর মনসুর আলী কলেজ, নাটোর আবদুল্লাহপুর সরকারী কলেজ, গাজীপুর আজিম উদ্দীন কলেজ, সাটুরিয়া বড়গ্রাম

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

শেখ হাসিনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডিগ্রী কলেজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ছাত্র লীগ, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের আহত করে এমনকি উপরোক্ত এলাকাসমূহে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বাসভবন ও ব্যবসা কেন্দ্রে লুটতরাজ ও ভাংচুর করে। তিনি বলেন, সিরাজগঞ্জে সরকারী দলের সন্ত্রাসীরা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আবু ইউসুফ সূর্যের বাড়ীতে হামলা চালায় এবং তাকে মারাত্মকভাবে ছুরিকাঘাত করে। তার অবস্থা আশংকাজনক। একই সময়ে সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল লতিফ মির্জার বাড়ীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে। যুবলীগ নেতা জাবেদ জামান জ্যোতির দোকান ও মোটর সাইকেল এবং যুব লীগ নেতা মোস্তফা কামালের একটি প্রকাশনা সংস্থা ও ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ লুটপাট ও ভাঙচুর করে। তিনি বলেন, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায়, এমনকি কোথাও কোথাও এমপি-মন্ত্রীদের নির্দেশে বিএনপি ও ছাত্র দলের সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে। শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কালাকানুন জারির পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনসহ সমাজের সর্বস্তরে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। সন্ত্রাসের মাধ্যমে তারা ছাত্র-জনতার প্রতিবাদের ভাষাকে স্তব্ধ করতে চায়।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে এখন নিপীড়ন-নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে। ছাত্র সমাজের রক্তস্নাত ১০ দফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ১০ দফার সংগ্রামের শহীদদের রক্তের সাথে।